

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

111750 - ব্যক্তি কতিবযে য়ে কনন কর্ম পরপূরণ করতে পারে?

প্রশ্ন

আমার সমস্যা হচ্ছে আমি য়ে কাজই শুরু করি সয়ে কাজ শেষ করতে পারি না। হোক সয়ে কাজ কার্যত আমি শুরু করছি; কথিবা শুরু করার নয়িত করছি। হোক সয়ে কাজ আমার ইবাদাতরে সাথে সম্পূক্ত কথিবা আমার দুনিয়াবী জীবনরে সাথে সম্পূক্ত। সবসময় আমি মাঝপথে এসে কটে পড়ি। আশা করি আপনারা আমাকে পরামর্শ দবিনে। ধন্যবাদ।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

পরামর্শ বা দকি-নরিদশেনার মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান হবে না। আপনি য়ে সমস্যায় ভুগছেন সয়ে একটি আচরণগত সমস্যা। এর সমাধান ও চকিৎসা প্রয়োজন। শুধুমাত্র কিছু কথামালার ওয়াজ-নসহিত এক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়।

এ সমস্যাকে কাটয়ি উঠার জন্য আপনার যা করা কর্তব্য সয়ে হচ্ছে- “কর্মটির শেষ পর্যন্ত চালয়ি যাওয়া”। হতে পারে প্রথমবার সফলভাবে সমাধান করার অভিজ্ঞতা আপনাকে সকল কর্ম সফলভাবে শেষ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করবে। এক্ষেত্রে আপনি দুইটি বিষয়রে সহায়তা নতি পারনে:

১। আপনি কাজগুলোকে ছোট ছোট ধাপে ভাগ করে নতি পারনে। যাত করে আলাদা আলাদাভাবে প্রত্যেকেটি ধাপ শেষ করার মত আপনার উদ্যমতা থাকে এবং শেষে ধাপ পর্যন্ত পৌঁছার জন্য আপনি চেষ্টা চালয়ি যতে পারনে। মানুষ বড় ও দীর্ঘ কাজগুলোকে খুব কঠনি জ্ঞান করে। তাই এমন বড় কাজ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে ভাগ ভাগ ও ধাপভিত্তিকি করে নয়ো বাঞ্ছনীয়।

২। ছোট ও দ্রুত শেষ করা যায় এমন কাজ নরিবাচন করা এবং কাজটি শেষ করার জন্যই শুরু করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “হে লোক সকল! তোমরা সয়ে সব কাজ শুরু কর; য়ে কাজ করার মত তোমার সাধ্য রয়ছে”[সহি বুখারী (৫৮৬১) ও সহি মুসলিমি (৭৮২)] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন, “আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল হচ্ছে, নয়িমতি আমল; সয়ে কম হলওে”[সহি বুখারী (৬৪৬৪) ও সহি মুসলিমি (৭৮৩)]

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

ইমাম নববী বলেন: অর্থাৎ তোমরা কোন ক্ষত ছাড়া যে কাজ চালিয়ে যাওয়ার সাধ্য রাখ। এ হাদিসে ভারসাম্য রখে ইবাদত করা ও অতিরিক্ত মগ্নতা এড়িয়ে চলার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। হাদিসটিনিমাযের সাথে খাস নয়। বরং সটেকিকল নকে আমলরে ক্ষতেরে আম।”[সমাপ্ত]

[শারহু নাওয়ায়ি আলা মুসলমি (৬/৭০-৭১)]

আমরা আপনাকে কিছু বই ও এডুকশেনাল স্টাডিজ সংক্রান্ত কিছু গবেষণা পড়ার পরামর্শ দচ্ছি; যাতে করে সেগুলো থেকে আপনি উপকৃত হতে পারনে। যমেন- শাইখ নাসরে আল-উমর রচতি ‘আল-ফুতুর আসবাবুহু ও ইলাজুহু’, ড. মুহাম্মদ মুসা আল-শরফি ‘আজযুস সিকাত’।

আল্লাহই ভাল জাননে।